১৫ আসামির ৯ জন খালাস, ৬ জনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের একটি মামলায় (পর্ণগ্রাফি) ৬ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও জরিমানা দিয়েছে আদালত। আজ রোববার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাসির উদ্দিন ফরাজী এ রায় প্রদান করেন।

রায়ে নাজনিন খান প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন এবং সহযোগী শাহজাহানকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া নেহাল ও জয়কে ছয় বছরের কারাদণ্ড ও সমপরিমাণ অর্থদণ্ড দেয়া হয়। তবে আসামি জয় এখনও পলাতক রয়েছেন।

মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে চার্জশিটভুক্ত অন্য আসামিদের অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন, ছন্দা খাতুন, আবু আক্তার করণ, তুহিন অরন্য, রেক্সনা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, বর্ষা খাতুন, নুসরাত, সুমন রহমান বিমান, বিপাশা খাতুন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট সাইদুর রাজ্জাক রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, “সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই বিজ্ঞ বিচারক দোষীদের শাস্তি দিয়েছেন। রায়টি দৃষ্টান্তমূলক হয়েছে। এতে রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, অপরাধ করলে কেউ ছাড় পায় না। মেহেরপুরের মানুষ ন্যায় বিচার পেয়েছে।”

মামলার বিবরণে জানা গেছে, গত বছরের ২২ নভেম্বর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের এনজিও কর্মী মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় এ মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-৩২)। মামলায় মূল আসামি করা হয় নাজনীন খান ওরফে প্রিয়া খানকে। তাকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের অনুমতি নিয়ে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বেরিয়ে আসে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইল চক্রের চিত্র।

তদন্তে জানা যায়, প্রিয়া খান ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে হোটেল আটলান্টিকায় নিয়ে যেতেন।

সেখানে গোপনে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে পরে তা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা হতো। এ ঘটনায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুনসহ একাধিকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলায় ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছিলেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। ১৭ জনের মধ্যে আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন সময়ে মারা যান।

হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের চাঁদাবাজি মামলার চার্জ গঠন

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের চাঁদাবাজি মামলায় চার্জ গঠন করেছেন আদালত।
সাংবাদিক মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন অরণ্য, আবু আক্তার করণসহ পুলিশের দেওয়া চার্জশিটের ১৭ আসামির বিরুদ্ধেই আদালত চার্জ গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবার মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোঃ মনজুরুল ইমাম এই আদেশ দেন। আলোচিত ও সমালোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে পর্ণগ্রাফি ও চাঁদাবাজির দুইটি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছিল। চাঁদাবাজি মামলা (মামলা নম্বর ৪০৪/২৩) এর চার্জ গঠন করল আদালত। একই সাথে আদালত আগামী ২৭ জুলাই ২০২৪ তারিখে সাক্ষগ্রহণের দিন নির্ধারণ করেছেন।

এদিন মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি সাংবাদিক ও আইনজীবি তুহিন অরণ্য, সাংবাদিক আবু আক্তার করনসহ আরো কয়েকজন তাদের আইনজীবির মাধ্যমে মামলার অভিযোগ থেকে অব্যাহতির আবেদন করেন। তবে বিচারক আসামিদের আবেদন আমলে না নিয়ে চার্জশিটভুক্ত সকল আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের নির্দেশ দেন।
চার্জ গঠনের শুনানিতে আসামি পক্ষের আইনজীবি হিসেবে আদালতে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, অ্যাডভোকেট

মিয়াজান আলী, অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলামসহ তাদের জুনিয়ররা।

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি ছিলেন জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য। ইতোপূর্বে নাজনিন খান প্রিয়া ও ছন্দা খাতুনের ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে মোট ৩৫ জন আসামি সনাক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তে ১৮ জনের বিপক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়ায় তাদেরকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে বাকি ১৭ জন আসামীর নামে আদালতে চার্জশিট দাখিল করলে আদালত সেটা গ্রহণ করে।

চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি হিসেবে যাদের পুলিশ চার্জভুক্ত করেছিল তারা হলেন মোছাঃ নাজনিন খান প্রিয়া, মোছাঃ ছন্দা খাতুন, মোঃ মামুন জোয়ার্দ্দার, মোঃ মতিয়ার রহমান, মোঃ আব্দুস সালাম, মোঃ হাসিবুল হক জয়, মোঃ মিজানুর রহমান জনি (মামলা চলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন), নেহাল আল মুকিত, মোঃ শাহাজাহান আলী, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন অরন্য, আবু আক্তার করন, মোছাঃ রেক্সোনা আরা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাসা।

বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ দিলেন আদালত

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন আদালত।

বুধবার দুুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশা জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিনাদেশ বৃদ্ধি করে পরবর্তি শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

মেহেরপুরে আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় সাংবাদিক তুহিন আরন্য জেলে

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় বাংলিাভশেনর বিশেষ প্রতিনিধি, দেশ রুপান্তর ও বিডিনিউজ২৪ এর মেহেরপুর প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন ওরফে তুহিন আরন্যকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

মঙ্গলবার বিকাল ৩ টার দিকে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন। তুহিন আরন্য এর আগে প্রথম আলো, এনটিভি ও নিউজ ২৪ চ্যানেলের মেহেরপুর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের উপদেষ্টা ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন।

মামলায় আসামির পক্ষে মারুফ আহমেদ বিজনের নেতৃত্বে একদল আইনজীবী এবং সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে একই আদালত একই মামলায় ডিবিসির মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ, দেশটিভির প্রতিনিধি রেক্সোনা আরা, ও কথিত সমাজকর্মী নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকেও জেল হাজতে পাঠায় আদালত।

শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজ্জনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো। তাদের পৃষ্ঠপোষক করতো অভিযুক্ত মেহেরপুরের চার সাংবাদিকও।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

মেহেরপুরে ব্ল্যাকমেইলিং চাঁদাবাজিসহ নানা অপকর্মে বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের নিয়ে আতঙ্কে, রাষ্ট্রীয় সম্মানের অপব্যবহার, যুব সমাজকে বাঁচাতে চাঁদাবাজ ও ব্ল্যাকমেইলাদের মুখোশ উন্মোচন করা, বাল্যবিয়েসহ নানা অপকর্মের প্রতিকার চেয়ে মানববন্ধন করেছে একটি মানবাধিকার সংগঠণ।

সোমবার সকালে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা আইন সহায়তা কেন্দ্র (আসক) ফাউন্ডেশন নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে এ মানববন্ধন করা হয়। মানববন্ধন শেষে তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে জমা দিয়েছে।

সংগঠনের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি কামরুজ্জামান খাঁনের নেতৃত্বে অন্যদের মধ্যে মানববন্ধনে অংশ নেন, সহ-সভাপতি মহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন হিলু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিলারা জাহান, আতাউর রহমান, সাংস্কৃতিক কর্মী সোহেল রানাসহ বেশ কিছু অভিভাবক ও স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা।

মানববন্ধনে কলেজ শিক্ষার্থী শারমিন বলেন, বর্তমানে এমন একটা

সাধারণ মানুষ ভরসা করি যাদের ভরসায় আমরা পথ চলতে পারি সেই মানুষগুলোই সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে ভয় দেখিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে রেখেছে। আমরা যেই গণমাধ্যমকে ভরসা করি সেই গণমাধ্যমের কিছু কুচক্রিমহল তারা টিম তৈরি করে এই সমাজের পরিবেশ নষ্ট করছে। তারা পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় গ্রামে গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনকি তারা সাপুড়ে কবিরাজ থেকে শুরু করে তাদের কাছে চেয়েও চাঁদা নিয়ে আসছে। প্রশাসন এর জন্য কাজ করছে তাদেরকে ধরছে তাদেরকে আবারও জামিনের আওতায় নিয়ে এসে তারা আবার সেই অপকর্মে কাজে লিপ্ত হচ্ছে। দিলারা আরো বলেন, হোটেল আটলান্টিক কাণ্ডতে সাংবাদিকসহ অনেকের নাম এসেছে। শুধুমাত্র কয়েকজন পুলিশের অভিযান ধরা পড়েছে। বাকিরা দেদারছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের তারা নির্দোষ হলে সাংবাদিক সম্মেলন করতো পারতো, তা কিন্তু তারা করেনি। এবং তাদের বিরুদ্ধে যদি কেউ ষড়যন্ত্র করে থাকে তারা যদি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে থাকে তাহলে তদন্তের মাধ্যমেও সেটা বেরিয়ে আসুক।

মেহেরপুরের সেই হোটেল আটলান্টিকায় সুনসান নিরাবতা

মেহেরপুর শহরের সেই আলোচিত হোটেল আটলান্টিকায় এখন সুনসান নিরাবতা। তরুণ তরুণীদের কোলাহল মুখর এই অভিজাত হোটেলে পাওয়া যায়নি একজনকেও। অথচ, দুই দিন আগেও শহরের ধনীর দুলাল দুলালীদের কোলাহলে মুখরিত থাকতো হোটেলের ইনডোর আউটডোরের সব ফ্লোরগুলো।

আজ বৃহস্পতিবার (১ ডিসেম্বর) বিকাল তিন টার সময় হোটেলটিতে গিয়ে পাওয়া যায়নি কাউকে। শুণ্য পড়ে আছে হোটেলের সব রুম। চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ছিলনা কোনো খোদ্দের।

হোটেলটির অভ্যর্থনাকেন্দ্রে অনিক নামের এক পরিচারিক (ওয়েটার) কে দেখা যায়। নিজেকে হোটেলের ওয়েটার পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, হোটেলের মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুনকে এক নারীসহ গতকাল (৩০ নভেম্বর) ভোররাতের দিকে পুলিশ অভিযান চালিয়ে আটক করে জেল